নয়া দিগন্ত

ঢাকা, বুধবার, ১৬ বৈশাখ ১৪১৬, ২৯ এপ্রিল ২০০৯

বিশ্বমন্দা ও বাংলাদেশ

ড. এম আজিজুর রহমান

আমরা আশা করেছিলাম বিশ্বমন্দার প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে না বা কিছুটা পড়লেও দেরিতে পড়বে। কারণ আমাদের ধারণা ছিল বাংলাদেশে সাশ্রয় খরচে অদক্ষ, অর্ধ দক্ষ ও কিছুটা হলেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের প্রতুলতা, উর্বর জমি ও প্রান্তিক খাদ্য ঘাটতির সুবিধা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে গ্যাস পরিচালিত শিল্পপ্রযুক্তি, রফতানি খাতে পোশাক শিল্প, জনশক্তি, হিমায়িত মাছ, কাঁচা পাট ও পাটের সুতা, চা, চামড়া ও চামড়াজাত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ ইত্যাদিতে অন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ আশাতীতভাবে ভালো আসনে আসীন। কিন্তু উপরি উক্ত ধারণাটি সঠিক নয়। বর্তমান বিশ্বায়ন ও অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নির্ভরশীলতার যুগে সমগ্র পৃথিবী বাস্তবে একটিমাত্র বাজার। আমরা সৃষ্টিকর্তার দুনিয়ায় আধুনিক এ যুগে একই ধরনের বাজার পরিবেশে ফিরে এসেছি। একই দুনিয়ার সৃষ্ট এই দেশগুলোকে রাজনীতি ও দখলদারি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে হলেও আমরা এক দেশকে অন্য দেশ থেকে আলাদা করে ফেলেছি। দুনিয়ার এ কৃত্রিম পৃথকীকরণ স্রষ্টার সৃষ্টি নয়। বিভিন্ন দেশের যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থপর মানুষগুলো নিজ নিজ দেশের স্বার্থ উদ্ধারের কারণেই অন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তাই বিশ্বায়নের এ যুগে একটি দেশের উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা ও দ্রব্যমূল্যসহ বিভিন্ন ধরনের মার্কেট সিগন্যাল দ্বারা প্রভাবিত বিধায় বাংলাদেশে বিশ্বমন্দার কোনো প্রভাব পড়বে না এ ধারণা ঠিক নয়। ধীরগতিতে হলেও শেষ অবধি বাংলাদেশে বিশ্বমন্দার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

ইংল্যান্ডসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে মন্দার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। বিগত ১৮ মার্চের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বেকার সমস্যার প্রথম ইতিহাস হিসেবে সমগ্র যুক্তরাজ্যে প্রায় ২০ লাখ লোক বেকার হয়ে পড়েছে। শুধু যুক্তরাজ্যে গত এক মাসেই প্রায় পৌনে দুই লাখ লোক চাকরি হারিয়েছে। আগামী ২০১০ সালের ভেতর যুক্তরাজ্যে সর্বমোট বেকারত্বের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৩০ লাখে। ইউরোপীয় দেশগুলোতে মন্দার ইতিহাস মাত্র গত ছয় মাসের। চলতি বছরে যুক্তরাজ্যের জিডিপি'র হার ০.১০%, যা সামান্য একটু বাড়িয়ে ২০১০ সালে ০.৯% উন্নীত হতে পারে। ইউরো ও পাউন্ডের অবমূল্যায়ন একটি লক্ষণীয় বিষয়। একটি পাউন্ডের মূল্য ১৩৯ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৯৫ টাকায় চলে এসেছে। আর ১০৮ টাকা দামের ইউরো এখন বিক্রি হচ্ছে ৯১ টাকায়। ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে ইউরোপে মন্দা শুরু হয়েছে মাত্র ছয় মাস আগে। আর আমেরিকায় মন্দা শুরু হয়েছে প্রায় এক বছর আগে থেকে। ইতোমধ্যে গত এক মাসে আমেরিকায় এক লাখ কর্মচারী চাকরিচ্যুত হয়ে বেকার জীবনযাপন করছে। চলতি বছরের শেষ নাগাদ আমেরিকায় সর্বমোট বেকারত্বের সংখ্যা প্রায় ৫০ লাখে দাঁড়াতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার হাউজিং, অর্থ ও ঋণসুবিধা, হাউজিং লোন এবং অর্থলগ্নি লোনসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকিং লোন সুবিধা মন্দায় আক্রান্ত।

দুনিয়ার এক-চতুর্থাংশ মানুষের আবাসভূমি চীন। এরূপ একটি দেশের খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য ঘাটতিতে দেশটি ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার। জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম

জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা কখনো কমবে না এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দেশী-বিদেশী বাজার আমাদের ধরে রাখতে হবে। বিনিয়োগ ও ঋণসুবিধা সমৃদ্ধ করতে হবে। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সুদের হার না বাড়িয়ে ঋণসুবিধা বাড়ানোর জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহী করতে হবে।

আবাসিক ভূমি হলো চীনের প্রতিবেশী দেশ ভারত। চীন ও ভারত উভয় দেশেই মন্দার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। ভারতের কলসেন্টার, পোশাক শিল্প, নিয়োগ ও বিনিয়োগ খাত এবং লাখ লাখ শ্রমিকের চাকরিচ্যুত বিশ্বমন্দারই প্রভাবস্বরূপ একটি অবাঞ্ছিত প্রতিফলন। কঠোর পরিশ্রমের পরিবেশের দেশ চীন এখনো আশা করে, তার জিডিপি হবে ৮% আর ভারতের জিডিপি হবে ৬%। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিশ্বমন্দায় আক্রান্ত পশ্চিমা দেশগুলো যদি চীন ও ভারত থেকে দ্রব্যাদি আমদানি করতে ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয় তাহলে চীনের প্রত্যাশিত ৮% ও ভারতের প্রত্যাশিত ৬% জিডিপি'র স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। বিশ্বমন্দার কবল থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে সমগ্র বিশ্ব এবং বিশ্বের ধনী দেশগুলো বিভিন্ন উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন ডলারের এত বড় অবমূল্যায়ন আর কখনোই হয়নি। ১৮৫ সদস্যদেশ কর্তৃক গঠিত আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আইএমএফ) বিশ্বের সর্ববৃহৎ আর্থিক সরবরাহ ও ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যে জাপান সরকার ঋণপ্রদেয় ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আইএমএফকে ১০ হাজার কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও ১০ হাজার কোটি ডলার দেয়ার অঙ্গীকার করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের আইএমএফকে ৫০ হাজার কোটি ডলার দেয়ার কথা থাকলেও এখনো সুনির্দিষ্ট কোনো অঙ্গীকার করেনি। বিশ্বমন্দার কারণে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী শ্রমিকরা ইতোমধ্যে চাকরি হারাতে শুরু করেছেন। পোশাক শিল্পের রফতানি না কমলেও যথেষ্ট কমার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রফতানি খাতে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদির আসন অক্ষুণ্ন নেই। তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশে আমরা কাঁচা পাট ও পাটের সুতা রফতানি করে থাকি। বিশ্বমন্দার কারণে বিশ্ববাজারে আমাদের পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। চীন, আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও গৃহায়ন খাত ক্ষতির সম্মুখীন। সরকারিভাবে প্রত্যাশিত জিডিপি ৪.৫ শতাংশ ও এডিবি বলে ৫.৬ শতাংশ। অর্থাৎ বিশ্বমন্দার আক্রমণ থেকে আমরা রেহাই পাইনি এবং পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। মন্দা অর্থনীতি থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। উৎপাদন খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে, কম খরচে মানসম্পন্ন দ্রব্য তৈরি করতে হবে। দেশ ও সমাজকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিচারব্যবস্থার দুর্বলতা দূরীকরণ ও সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হবে। জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা কখনো কমবে না এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দেশী-বিদেশী বাজার আমাদের ধরে রাখতে হবে। বিনিয়োগ ও ঋণসুবিধা সমৃদ্ধ করতে হবে। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সুদের হার না বাড়িয়ে ঋণসুবিধা বাড়ানোর জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহী করতে হবে। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি এবং সম্প্রসারিত মুদ্রা ও রাজস্বনীতি সমন্বয় করে এমন একটি গ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করা দরকার যা দিয়ে আমরা বিশ্বমন্দা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো। বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি না থাকলেও এর সংশ্লিষ্ট বিকল্প পদক্ষেপ গ্রহণ খুবই জরুরি। যেমন— আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং এসব সুযোগ-সুবিধার সুষম বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। ■

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি